তথ্যানুসন্ধানকালঃ ৪ জুলাই থেকে ১৩ জুলাই' ২০১৬

প্রতিবেদন প্রকাশের তারিখঃ ৮ সেপ্টেম্বর' ২০১৬

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কালীচরণপুর ইউনিয়নের বদনপুর গ্রামের ইসলামী ছাত্রশিবির কর্মী শহীদ আল মাহমুদকে বাড়ি থেকে পুলিশ তুলে নিয়ে ১৬ দিন গুম করে রাখার পর বন্দুকযুদ্ধের নামে হত্যার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

নিহত শহীদ আল মাহমুদের পরিবার অভিযোগ করেছে যে, গত ১৪ জুন রাত আনুমানিক ১২:১৫ টায় ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কালীচরণপুর ইউনিয়নের বদনপুর গ্রামের রজব আলী ও জোৎস্না বেগমের ছেলে, ঝিনাইদহ সিদ্দিকীয়া আলীয়া মাদ্রাসার ফাজিল ২য় বর্ষের ছাত্র এবং বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির[১] এর কর্মী শহীদ আল মাহমুদ (২২) কে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় ঝিনাইদহ সদর থানার এসআই আমিনুলের নেতৃত্বে একদল পুলিশ সদস্য ও সাদা পোশাকের লোক। দীর্ঘ ১৬ দিন গুম করে রাখার পর গত ১ জুলাই ২০১৬ রাত আনুমানিক ২:৩০ টায় ঝিনাইদহ সদর উপজেলার তেতুলবাড়িয়া মাঠে পুলিশ 'বন্দুকযুদ্ধ'-এর নামে তাঁকে হত্যা করে।

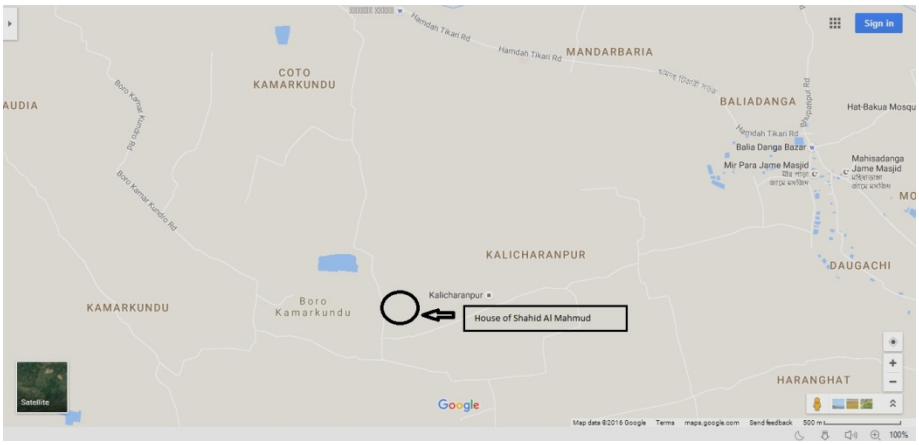

গুগুল ম্যাপ

তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, শহীদ আল মাহমুদ তাঁর বদনপুর গ্রামের বাড়িতে গত ১৩ জুন ২০১৬ রাতের খাওয়া শেষ করে ঘুমিয়ে পড়েন। ১৪ জুন রাত আনুমানিক ১২:১৫ বাড়ির পেছন দিকের বাঁশের চাটাই দিয়ে ঘেরা সীমানা প্রাচীর ভেঙ্গে দুই ব্যক্তি শহীদের বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে শহীদের নাম ধরে ডাকতে

[১] বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী'র ছাত্র সংগঠন

থাকে। এই সময় পাশের ঘর থেকে শহীদের বাবা ও মা দরজা খুলে বেড়িয়ে এলে ওই দুই ব্যক্তি তাঁদের মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে বাড়ির প্রধান গেইটের তালা খুলতে বাধ্য করে। গেইট খোলার সঙ্গে সঙ্গে আরো ৪/৫ জন সাদা পোশাকের অস্ত্রধারী ব্যক্তি তাঁদের বাড়িতে প্রবেশ করে এবং তারা সরাসরি শোবার ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত শহীদকে ঘুম থেকে তুলে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলে যায়। শহীদকে নিয়ে যাবার সময় তাঁর বাবা-মা এসআই আমিনুলের সঙ্গের লোকদের পিছু নিয়ে রাস্তা পর্যন্ত যান। রাস্তায় তিনটি মোটরসাইকেল ও একটি কালো রংয়ের মাইক্রোবাস এবং মাইক্রোবাসের পাশে পুলিশের পোশাক পরিহিত অবস্থায় আরো ৬/৭ জনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। তারা শহীদকে টেনে হিঁচড়ে ওই কালো রংয়ের মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে ঝিনাইদহের দিকে চলে যায়। এই সময় প্রতিবেশী খবির উদ্দিন ও শহীদ আল মাহমুদের ভাইয়ের ছেলে সাকিব আল হাসান গাড়িটি থামানোর চেষ্টা করেন। তখন গাড়ির ভেতর থেকে ঝিনাইদহ সদর থানার এসআই আমিনুল তাঁদেরকে হুমকি দিয়ে রাস্তা থেকে সরে যেতে বাধ্য করেন। শহীদকে নিয়ে যাবার সময় কালীচরণপুর বাজারের কয়েক'শ গজ আগে রাস্তার ওপর থেকে কালীচরণপুর বাজার এলাকার বাসিন্দা আওয়ামী লীগ সমর্থক লাল্টু ও সুজন নামের আরো দুইজনকে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। ওইদিন রাতেই এবং পরদিন সকালে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা ঝিনাইদহ সদর থানাসহ পুলিশ কর্মকর্তা ও আওয়ামীলীগের উদ্ধতন নেতাদের সঙ্গে দেখা করেন। এরপর ১৫ জুন রাত আনুমানিক ১১:৩০ টায় তাঁদের গ্রামের পাশের বরাতলা নামের জায়গায় রাস্তার পাশ থেকে চোখবাঁধা অবস্থায় লাল্টু ও সুজনকে পাওয়া গেলেও শহীদ আল মাহমুদকে পাওয়া যায়নি। ১৪ জুন ২০১৬ রাত থেকে ১ জুলাই ২০১৬ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত থানা, ডিবি অফিস, ঝিনাইদহ র‍্যাব ক্যাম্পসহ বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ নিয়েও শহীদ আল মাহমুদের কোন খোঁজ পায়নি তাঁর পরিবার। ১৫ জুন শহীদের ভাই আব্দুর রহিম জিডি করতে ঝিনাইদহ সদর থানায় গেলেও ওই সময় কর্মরত থানার ডিউটি অফিসার জিডিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী শহীদকে নিয়ে গেছে লেখা থাকায় জিডি গ্রহণ করেননি। ১৬ জুন আব্দুর রহিম র‍্যাব-৬ এর ঝিনাইদহ ক্যাম্পে গেলে তারাও শহীদকে নিয়ে আসার বিষয়টি অস্বীকার করে মামলা করার পরামর্শ দেন। কিন্তু আবারো পুলিশি হয়রানির ভয়ে তাঁরা আর মামলা করেননি। ১৮ জুন ২০১৬ ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে শহীদের সন্ধান দাবি করেন তাঁর পরিবার। কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি।

বি:দ্রঃ শহীদ আল মাহমুদের সঙ্গে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর মুক্তি পাওয়া আওয়ামী লীগ সমর্থক লাল্টু ও সুজনের বক্তব্য গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তাঁদের অভিভাবকরা *অধিকার* টিমকে লাল্টু ও সুজনের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেয়নি। এছাড়া শহীদ আল মাহমুদ যেই রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন সেই দল বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির কিংবা জামায়াতে ইসলামীর ঝিনাইদহ জেলার দায়িত্বে থাকা কোন নেতার সঙ্গেও যোগাযোগ করা যায়নি। সরকারের অব্যাহত চাপের কারণে তাঁরা গা ঢাকা দিয়ে আছেন বলে জানা

গেছে। তাদের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনও বন্ধ রয়েছে। তবে কালীগঞ্জ উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর একজন নেতার মাধ্যমে কয়েকজন জেলা নেতার সঙ্গে বিকল্প উপায়ে যোগাযোগ করা সম্ভব হলেও তাঁরা কেউ এই ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক ভাবে বক্তব্য দিতে রাজি হননি।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে *অধিকার* কথা বলে-

- ভিকটিমের স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী এবং
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে

শহীদ আল মাহমুদ। ছবি: পরিবার থেকে সংগৃহীত

রজব আলী, শহীদ আল মাহমুদের পিতা:

রজব আলী *অধিকার*কে জানান, তাঁর সন্তান শহীদ আল মাহমুদ বাড়িতে থেকেই স্থানীয় মাদ্রাসায় লেখাপড়া করতেন। লেখাপড়ার পাশাপাশি যুব উন্নয়ন অধিদফতর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বাড়িতে গরুর খামার করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। রাজনৈতিকভাবে তিনি ইসলামী ছাত্র শিবিরের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। গত ১৩ জুন ২০১৬ রাত আনুমানিক ১০:০০ টায় শহীদ আল মাহমুদ নিজের ঘরে ঘুমিয়ে পড়েন। পাশের ঘরে তিনি ও তাঁর স্ত্রীও ঘুমিয়ে ছিলেন। ১৪ জুন রাত আনুমানিক ১২:১৫ টায় হঠাৎ কিছু শব্দ ও কয়েকজনের কথাবার্তার আওয়াজে তাঁর ঘুম ভাঙ্গে। কারা যেন শহীদের নাম ধরে ডাকছিলেন। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে ঘুম থেকে ডেকে তোলেন এবং ঘরের বাইরে বের হয়ে দেখতে পান দুইজন সাদা পোশাকের যুবক অস্ত্র হাতে বাড়ির ভেতরের বারান্দায় শহীদের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির পেছনের বাঁশের চাটাই দিয়ে ঘেরা সীমানা প্রাচীর ভেঙ্গে ওই যুবকেরা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে। তাঁদের দেখেই সাদা পোশাকের ওই দুই যুবক তাঁদের মাথায় পিস্তল ধরে বাড়ির প্রধান

ফটকের তালা খুলে দিতে বলে এবং চিৎকার করলে বা কথা বললেই গুলি করে হত্যা করার হুমকি দেয়। এই সময় তিনি গেইট খুলে দিতে বাধ্য হন। গেইট খোলার সঙ্গে সঙ্গে আরো ৪/৫ জন অস্ত্রধারী তাঁদের বাড়িতে প্রবেশ করে এবং তারা সরাসরি ঘরে ঢুকে শহীদকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে আসে। এই সময় শহীদের পরনে ছিলো লুঙ্গী। শহীদকে নিয়ে যাবার সময় তিনি ও তাঁর স্ত্রীও পেছনে পেছনে রাস্তা পর্যন্ত যান। রাস্তায় তিনটি মোটরসাইকেল ও একটি কালো রংয়ের মাইক্রোবাস দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। বাড়ির ভেতরে সাদা পোশাকের লোক এলেও রাস্তার ওপর যেখানে গাড়িগুলো রাখা ছিলো সেখানে পুলিশের পোশাক পরিহিত অবস্থায় আরো ৬/৭ জনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন তিনি। অস্ত্রধারী লোকগুলো শহীদকে টেনে হিঁচড়ে ওই কালো রংয়ের মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে ঝিনাইদহ সদরের দিকে চলে যায়।

বাড়ির পেছনের এই জায়গা দিয়েই দুইজন সাদা পোশাকের পুলিশ প্রথমে প্রবেশ করে (বায়ে গোল চিহ্নত), এটিই বাড়ির প্রধান গেইট অস্ত্রের মুখে এই গেইটের তালা খুলতে শহীদের মা-বাবাকে বাধ্য করা হয়। ছবি: অধিকার

সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি ঝিনাইদহে অবস্থান করা তাঁর বড় ছেলে আব্দুর রহিমকে ফোন করে জানান। রহিম ও তাঁর শ্যালক সাবেক সেনা কর্মকর্তা ফরিদ রাতেই ঝিনাইদহ সদর থানায় যান। কিন্তু পুলিশ শহীদ আল মাহমুদকে গ্রেফতার করার কথা অস্বীকার করে। ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে ১ জুলাই ২০১৬ লাশ পাবার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত র‍্যাব, পুলিশ, ডিবি অফিস ও আওয়ামী লীগ নেতাদের কাছে গেছেন সন্তানকে ফিরে পাবার আশায়। ১৮ জুন ২০১৬ ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেও শহীদের সন্ধান চান তিনি। রজব আলী জানান, তাঁর ছেলে শহীদ আল মাহমুদের নামে থানায় কোন মামলা ছিলো না। কী কারণে পুলিশ তাঁকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে 'ক্রসফায়ারের' নামে হত্যা করলো তা তিনি বুঝতে পারছেন না।

পুলিশের কথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত শহীদ আল মাহমুদের লাশ পড়ে আছে তেতুলবাড়িয়া মাঠে।

ছবি: অধিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝিনাইদহের মানবাধিকার রক্ষাকমী

জোৎস্না বেগম, শহীদ আল মাহমুদের মা:

জোৎস্না বেগম *অধিকার*কে জানান, ১৩ জুন ২০১৬ তিনি ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ না করেই ঘুমিয়ে পড়েন। ১৪ জুন ২০১৬ রাত আনুমানিক ১২:১৫ টায় শহীদকে ধরে নিয়ে যাবার পর ঘরের সামনে জেলখানার কয়েদীদের ব্যবহৃত কাপড়ের একটি টুকরা পরে থাকতে দেখেন। তাঁর ধারনা পুলিশের কোন সোর্স আগে থেকেই শহীদের ঘর চিনিয়ে দিতে চিহ্ন হিসাবে এই কাপড়ের টুকরা রেখে গিয়েছিল। শহীদকে ধরে টেনে হিঁচড়ে তারা বারান্দা থেকে উঠানে নামিয়ে আনে। তখন তিনি চিৎকার করে কেঁদে ওঠেন। তখন শহীদ তাঁকে কাঁদতে নিষেধ করে তাদের সাথে চলে যান। শহীদকে ধরে নিয়ে যাবার সময় তাঁদের বাড়ির পাশের রাস্তা থেকে কালীচরণপুর বাজার এলাকার বাসিন্দা আওয়ামী লীগ সমর্থক লাল্টু ও সুজন নামের আরো দুইজনকে তুলে নিয়ে যায় অস্ত্রধারীরা। ওইদিন রাতেই এবং পরদিন সকালে এলাকার আওয়ামী লীগ নেতারা ঝিনাইদহ সদর থানাসহ উর্দ্ধতন পুলিশ কর্মকর্তা ও আওয়ামী লীগের উর্দ্ধতন নেতাদের সঙ্গে দেখা করেন। পরদিন ১৫ জুলাই রাত আনুমানিক ১১:৩০ টায় লাল্টু ও সুজনকে গ্রামের পাশের বরাতলা নামের জায়গায় রাস্তার পাশে চোখবাঁধা অবস্থায় পাওয়া যায়। লাল্টু ও সুজনের সঙ্গে তিনি কথা বলতে গেলেও তারা তাঁর সঙ্গে এই বিষয়ে কোন কথা বলতে রাজি হয়নি। লাল্টু ও সুজনকে ছাড়িয়ে আনতে যাওয়া আওয়ামী লীগ নেতাদের নামও তিনি জানাতে পারেননি। গত ১ জুলাই ২০১৬ ভোররাতে সেহেরী খাবার পর তাঁর ভাই সাবেক সেনা কর্মকর্তা মোহাম্মদ ফরিদ ফোন করে বলেন, তেঁতুলবাড়িয়া মাঠে ক্রসফায়ারে নিহত দুটি লাশ পুলিশ মর্গে নিয়ে এসেছে। এর মধ্যে শহীদও থাকতে পারে। এই খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বড় ছেলে আব্দুর রহিমসহ আত্মীয়-স্বজন মর্গে গিয়ে শহীদ আল মাহমুদের লাশ সনাক্ত করেন। ১ জুলাই ২০১৬ দুপুর আনুমানিক ১২:০০ টায় পোস্টমর্টেম শেষে লাশ বাড়িতে আনা হয়। জানাজা শেষে ওই দিন বিকেলেই পারিবারিক গোরস্তানে শহীদ আল মাহমুদের লাশ দাফন করা হয়।

শহীদ আল মাহমুদের ঘরের সামনে পড়ে থাকা জেলখানার কয়েদীদের ব্যবহৃত কাপড়ের একটি টুকরা। শহীদের পরিবারের ধারণা পুলিশের কোন সোর্স আগে থেকেই ঘর চিনিয়ে দিতে চিহ্ন হিসাবে এই কাপড়ের টুকরা রেখে যায়। ছবি: অধিকার

আব্দুর রহিম, শহীদ আল মাহমুদের বড় ভাই:

আব্দুর রহিম *অধিকার*কে জানান, ব্যবসার জন্য তিনি ঝিনাইদহ শহরের একটি বাসায় ভাড়া থাকেন। তাঁর ছোট ভাই শহীদ আল মাহমুদ বাড়িতেই বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকতেন। ১৪ জুন ২০১৬ তারিখে বাড়ি থেকে ঝিনাইদহ সদর থানার এসআই আমিনুলের নেতৃত্বে পুলিশ সদস্যরা তাঁর ভাইকে তুলে নিয়ে আসে। দীর্ঘ ১৬ দিন গুম করে রাখার পর ১ জুলাই ২০১৬ রাতে 'ক্রসফায়ার'-এর নাটক সাজিয়ে শহীদ আল মাহমুদকে হত্যা করা হয়। শহীদকে গ্রেফতারের দিন আব্দুর রহিমের ছেলে সাকিব আল হাসান গ্রামের বাড়িতে ছিলেন। সে এসআই আমিনুলকে চিনতে পারে। ওই রাতেই শহীদকে তুলে নেয়ার খবর শোনার পর তিনি ঝিনাইদহ সদর থানায় যান। কিন্তু পুলিশের পক্ষ থেকে শহীদকে আটকের বিষয়টি অস্বীকার করা হয়। ১৪ জুন ২০১৬ দিনভর র‍্যাব-৬ এর ঝিনাইদহ ক্যাম্প, ডিবি অফিস ও ঝিনাইদহ সদর থানাসহ বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুজি করেও শহীদের সন্ধান পাননি তিনি। ১৫ জুন ২০১৬ বেলা আনুমানিক ৪:০০ টায় বিস্তারিত ঘটনা লিখে ঝিনাইদহ সদর থানায় যান জিডি করতে। জিডিতে এসআই আমিনুল শহীদকে বাড়ি থেকে নিয়ে গেছে বলে উল্লেখ ছিলো। কিন্তু সেই সময় থানায় কর্মরত ডিউটি অফিসার (একজন মহিলা পুলিশ কর্মকর্তা) জিডি নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, এসব লেখা থাকলে জিডি নেয়া যাবে না। শহীদ বাড়ি থেকে হারিয়ে গেছে এইভাবে আরেকটি জিডি লিখে শহীদের ছবিসহ থানায় দিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন ওই পুলিশ কর্মকর্তা। এরপর তিনি জিডি না করেই ফিরে আসেন। ১৬ জুন ২০১৬ র‍্যাব-৬ এর ঝিনাইদহ ক্যাম্পে পুনরায় যান তিনি। তবে র‍্যাবের কাছে কোন লিখিত অভিযোগ করেননি। ক্যাম্পের একজন কর্মকর্তা তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলেন, র‍্যাব শহীদ আল মাহমুদকে ধরেনি, সে পুলিশের হেফাজতেই আছে জানিয়ে তিনি আব্দুর রহিমকে মামলা করার পরামর্শ দেন। কিন্তু পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করে হয়রানীর স্বীকার হতে পারেন এবং নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তার কথা ভেবে তিনি মামলা করা থেকে বিরত থাকেন। ১৮ জুন ২০১৬ তারিখে পরিবারের পক্ষ থেকে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন। ১৯ জুন ২০১৬ তাঁদের গ্রামের পুলিশের সোর্স হিসাবে পরিচিত এক আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাঁকে

বলেন, "আপনার ভাই (শহীদ আল মাহমুদ) আফগানিস্থান গিয়েছিলো। সেখান থেকে কিছু বই নিয়ে এসেছে, সেগুলো না দিলে ছাড়বে না"। তবে ওই আওয়ামী লীগ নেতার নাম তিনি প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানান। কিন্তু শহীদ কোনদিনই দেশের বাইরে যায়নি। ১ জুলাই ২০১৬ ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে লাশের সঙ্গে থাকা পুলিশ সদস্য ও স্থানীয়দের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার তেতুলবাড়িয়া এলাকায় মূল রাস্তার পাশেই শহীদ আল মাহমুদ ও আনিসুর রহমানকে 'ক্রসফায়ারের' নামে হত্যা করে তাঁদের লাশ ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে নিয়ে আসে পুলিশ। ওই দিন দুপুর আনুমানিক ১২:০০ টায় পোস্টমর্টেম শেষে লাশ বাড়িতে নিয়ে যান তিনি। জানাজা শেষে বিকেলেই পারিবারিক গোরস্তানে শহীদ আল মাহমুদের লাশ দাফন করা হয়।

শহীদ আল মাহমুদের কবর। ছবি: অধিকার

খবির উদ্দিন, প্রতিবেশী ও প্রত্যক্ষদর্শী:

খবির উদ্দিন *অধিকার*কে জানান, শহীদ আল মাহমুদের বাড়ির পাশেই তাঁর বাড়ি। গত ১৩ জুন ২০১৬ রাতে তিনি বাড়িতেই ঘুমিয়ে ছিলেন। তাঁর সঙ্গেই ঘুমিয়ে ছিলেন শহীদের বড় ভাই আব্দুর রহিমের ছেলে সাকিব আল হাসান। রাত আনুমানিক ১২:৩০ টায় শহীদ আল মাহমুদের মায়ের কান্নার শব্দে তাঁর ঘুম ভাঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাকিবকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন। বাড়ির বাইরে রাস্তার পাশেই শহীদের মা কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে বলেন, শহীদকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এই কথা শুনে তিনি রাস্তার দিকে এগিয়ে যান। তখন রাস্তার ওপরে বেশ কয়েকটি মোটরসাইকেল ও একটি মাইক্রোবাস দেখতে পান। পুলিশ শহীদকে গাড়িতে তুলে গাড়ি স্টার্ট দিলে তিনি ও সাকিব গাড়ি থামানোর চেষ্টা করেন। তখন তাঁদের চোখে গাড়ি ও বেশ কয়েকটি মোটরসাকেলের লাইট মারা হয় এবং গাড়ির ভেতর থেকে ঝিনাইদহ সদর থানার এসআই আমিনুল চিৎকার করে খবির উদ্দিনকে "কুত্তার বাচ্চা" বলে গালি দিয়ে সরে যেতে বলেন। এরপর ভয়ে তিনি সাকিবকে নিয়ে চলে

আসেন। এসআই আমিনুলকে কীভাবে চিনলেন এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ঝিনাইদহ শহরের হামদহ মোড়ে তাঁর একটি ডেকোরেটরের দোকান রয়েছে। সেখানে মাঝে মধ্যেই রেজিস্ট্রেশনবিহীন মোটরসাইকেল ধরতে আসেন এসআই আমিনুল। সেখানেই এসআই আমিনুলকে তিনি দেখেছেন বহুবার। এছাড়া ঘটনার দিন এসআই আমিনুলকে দেখতে না পারলেও তিনি অনুমান করেন যে ব্যক্তিটির কণ্ঠস্বর এসআই আমিনুলের মত।

রোববার
১৯শে জুন ২০১৬
সাংবাদিক সম্মেলন
নিখোঁজ সন্তানের সন্ধানী চান পিতা

শহীদ আল মাহমুদের বাবা রজব আলী ও মা জোৎস্না বেগম (বায়ে) ১৯ জুন ২০১৬ মানবজমিন পত্রিকায় প্রকাশিত শহীদ আল মাহমুদকে ফিরে পাবার দাবিতে পরিবারের সংবাদ সম্মেলন। ছবি: অধিকার

মোহাম্মদ ফরিদ, লাশের প্রত্যক্ষদর্শী ও শহীদ আল মাহমুদের মামা:

মোহাম্মদ ফরিদ *অধিকার*কে জানান, ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গের পাশেই তাঁর বাসা। গত ১৪ জুন ২০১৬ শহীদ আল মাহমুদকে গুম করার পর থেকেই আব্দুর রহিমের সঙ্গে তিনিও ঝিনাইদহ সদর থানাসহ বিভিন্ন স্থানে গিয়েছিলেন শহীদের খোঁজে। কিন্তু কেউ কোন সন্ধান দিতে পারেনি। গত ১ জুলাই ২০১৬ ভোর আনুমানিক ৫:০০ টায় তাঁর ছেলে ঢাকা থেকে বাড়িতে আসেন। এই সময় দরজা খুলেই বাড়ির বাইরে মর্গের সামনে অনেক লোকের সমাগম দেখেন। মর্গের কাছে অনেকগুলো পুলিশের গাড়ি দেখতে পান। সেখানে পুলিশ সদস্য ছাড়াও সাধারণ মানুষও ভিড় করে ছিল। তিনি লোকের ভিড়ের মধ্যে গিয়ে জানতে পারেন তেতুলবাড়িয়া মাঠে 'ক্রসফায়ারের' নামে দুইজনকে হত্যা করে লাশ নিয়ে এসেছে পুলিশ। এই সময় পুলিশের একটি টহল লেগুনার মধ্যে পড়ে থাকা লাশ দুটি দেখে লাশের কাছে এগিয়ে যান। কিন্তু লাশ দেখে তিনি শহীদকে চিনতে পারেন নি। ১৬ দিন আগে যে তরতাজা শহীদ আল মাহমুদকে বাড়ি থেকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল, ১৬ দিনের ব্যবধানে সে শুকিয়ে কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছিল। মুখে বড় বড় দাড়ি গজিয়েছিল। বাড়ি থেকে খালিগায়ে তুলে নিয়ে গেলেও মৃতদেহের পরনে ছিলো একটি গেঞ্জি। এছাড়া বাম চোখে একটি ও বুকের দুই পাশে দুটি গুলির চিহ্ন ছিলো। গুলিবিদ্ধ হওয়ায় তিনি শহীদকে চিনতে পারছিলেন না। কিন্তু তাঁর মনে সন্দেহ হওয়ায় শহীদের পরিবারের লোকজনকে ফোন করেন। আনুমানিক ৫:৩০ টায় শহীদের ভাই আব্দুর রহিম এসে শহীদের লাশ শনাক্ত করেন।

শহীদ আল মাহমুদের বাড়ি। ছবি: অধিকার

আমিনুল ইসলাম, উপ-পরিদর্শক, ঝিনাইদহ সদর থানা:

আমিনুল ইসলাম *অধিকার*কে জানান, তিনি শহীদ আল মাহমুদকে চিনতেন না। এই ধরণের কোন অভিযানেও তিনি যাননি। তিনি বলেন, থানার কোন এসআই নিজেরা অভিযান পরিচালনা করেন না। তাঁরা কোন অভিযানে গেলে অবশ্যই ওসিসহ উর্দ্ধতন পুলিশ অফিসারদের জানিয়ে থানায় রেকর্ড রেখেই অভিযানে বের হতে হয়। গোপনে কোন অভিযান পরিচালনার সুযোগ নেই। এই বিষয়টি *অধিকার* এর সঙ্গে কথা বলার আগেই তিনি পত্রিকায় দেখেছেন এবং বিস্মিত হয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে তিনি উর্দ্ধতন পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন।

হরেন্দ্রনাথ সরকার, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঝিনাইদহ সদর থানা:

হরেন্দ্রনাথ সরকার *অধিকার*কে বলেন, তিনি এই ঘটনার পর এই থানার দায়িত্ব নিয়েছেন। তাই এই বিষয়ে তিনি কিছু বলতে পারবেন না। তবে গত ২ জুলাই ২০১৬ গণমাধ্যমে ঝিনাইদহ সদর থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান হাফিজুর রহমানের এই বিষয়ে বক্তব্য প্রকাশিত হয়। তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ১ জুলাই ২০১৬ রাত আড়াইটার দিকে তারা জানতে পারেন, সদর উপজেলার তেতুলবাড়িয়ার উত্তর মাঠ এলাকায় একদল দুর্বৃত্ত নাশকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অবস্থান করছে। খবর পেয়ে টহল পুলিশের একটি দল ওই এলাকার দিকে রওনা দেয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছামাত্র দুর্বৃত্তরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে। আত্মরক্ষার্থে পুলিশও এই সময় পাল্টা গুলি চালায়। দুর্বৃত্তদের গুলিতে পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) প্রবীর কুমারসহ তিন সদস্য আহত হন। একপর্যায়ে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে গেলে এলাকাবাসীর সহযোগিতায় পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দুজনের গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। এছাড়া ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ দেশে তৈরী একটি দেশি তৈরী আগ্নেয়াস্ত্র, দুটি গুলি, ছয়টি হাঁসুয়া ও পাঁচটি বোমা উদ্ধার করে।[২]

[২] প্রথম আলো ২ জুলাই ২০১৬

অধিকারের বক্তব্যঃ

অধিকার শহীদ আল মাহমুদকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে ১৬ দিন গুম করে রাখার পর 'ক্রসফায়ার'-এর নামে হত্যার অভিযোগটি তথ্যানুসন্ধান করতে গিয়ে ভিকটিমের স্বজন, প্রত্যক্ষদর্শী ও আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যসহ সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য গ্রহণ করেছে। ভিক্টিমের স্বজন ও প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, গত ১৪ জুন ২০১৬ রাত আনুমানিক ১২:১৫ টায় ঝিনাইদহ সদর থানার এসআই আমিনুলের নেতৃত্বে একদল পুলিশ বাড়ি থেকে শহীদ আল মাহমুদকে তুলে নিয়ে যায়। দীর্ঘ ১৬ দিন থানা, ডিবি অফিস, র‍্যাব ক্যাম্পসহ সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ খবর করেও শহীদের কোন সন্ধান পায়নি তাঁর পরিবার। অথচ ১ জুলাই ২০১৬ রাতে তেঁতুলবাড়িয়া মাঠে কথিত 'বন্দুকযুদ্ধে' তিনি নিহত হন বলে জানা যায়। তবে পরিবারের এই অভিযোগ বরাবরের মতোই অস্বীকার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। *অধিকার* শহীদ আল মাহমুদকে গুম করে রাখা এবং 'ক্রসফায়ার'-এর নামে হত্যার ব্যাপারে সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের দাবি জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-